ক্রম	ছুটির ধরণ	নির্ধারিত আইন/ বিধি
১.	অর্জিত ছুটি (Earned Leave)	নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা ১৯৫৯ এর বিধি ৩ (১) (ii) ও বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস পার্ট-১ এর ১৪৫ বিধি
২.	অসাধারণ ছুটি / বিনা বেতনে ছুটি (Extra Ordinary Leave)/ (Leave without Pay)	নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা ১৯৫৯ এর বিধি ৯(৩) ও বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস পার্ট-১ এর ৩৪, ১৯৫(২), ৩০৩ বিধি
৩.	অক্ষমতা জনিত ছুটি (Special Disability Leave)	বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস পার্ট-১ বিধি ১৪৮, ১৯২ (১), ১৯৩ ও ফাইনান্সিয়াল রুলস এর ৮৩ বিধি
৪.	অধ্যয়ন ছুটি (Study Leave)	বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস পার্ট-১ বিধি ১৯৪ ও পরিচ্ছেদ ৫ ও ফাইনান্সিয়াল রুলস এর ৮৪ বিধি
৫.	সংগনিরোধ ছুটি (Quarantine Leave)	বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস পার্ট-১ এর বিধি ১৯৬ ও জনস্বাস্থ্য/১-কিউ-৪/৩৪২ তারিখ ২৩/০৪/১৯৯৭খ্রিঃ
৬.	প্রসূতি ছুটি (Maternity Leave)	বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস পার্ট-১ এর বিধি ১৯৭ ও ফাইনান্সিয়াল রুলস এর ১০১ বিধি
৭.	চিকিৎসালয়/হসপিটাল ছুটি (Hospital Leave)	বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস পার্ট-১ এর বিধি ১৯৮ হতে বিধি ২০১ (১), ২০১ (২), ২০১ (৩) ও এসআর এর ২৭৩ বিধি
৮.	বিশেষ অসুস্থতাজনিত ছুটি (Special Sickness Leave)	বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস পার্ট-১ এর ২০২ (১)(২) বিধি
৯.	অবকাশ বিভাগের ছুটি (Leave of Vacation Dept)	নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা ১৯৫৯ এর ৮ (বি) বিধি
১০.	বিভাগীয় ছুটি (Departmental Leave)	বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস পার্ট-১ এর ২০৩ (সি) বিধি
১১.	প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি (Leave not Due)	নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা ১৯৫৯ এর ৫ (১) বিধি
১২.	অবসরমূলক প্রস্তুতি ছুটি (LPR)	গণকর্মচারী (অবসর) আইন ১৯৭৪ এর ৭ বিধি
১৩.	বাধ্যতামূলক ছুটি (Compulsory Leave)	সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধি ২০১৮ এর ৫(১)(এ) এবং ১১(১) বিধি
১৪.	বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি (Leave in out of Country)	সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং সম(বিধি-৪)ছুটি ৭/৮৭-৫২(২০০) তাং ০৮/০৯/১৯৮৭
১৫.	নৈমিত্তিক ছুটি (Casual Leave)	বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস পার্ট-১ এর বিধি ১৯৫ ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং সম(রোগ-৬১)/ছুটি১৪/৮১-২৪(৫০০১) তারিখ ০৮/০৪/১৯৮২খ্রিঃ ও সম(রোগ-৫)/৪৩১/৮৩-১০(৫০০) তারিখ ২৯/০৫/১৯৮৪ খ্রিঃ
১৬.	সাধারণ ও সরকারি ছুটি ক) সাধারণ ছুটি (Public Holiday) খ) নির্বাহী আদেশের ছুটি (Government Holiday) গ) ঐচ্ছিক ছুটি (Optional Leave)	Negotiable Instrument Act 1881, Section 25
১৭.	শ্রান্তি বিনোদন ছুটি / চিত্ত বিনোদন ছুটি (Rest & Recreation Leave)	বাংলাদেশ চাকরি (বিনোদন ভাতা) বিধিমালা ১৯৭৯ এর ২(বি), ৪,৬ ও পার্সোনাল ম্যানুয়াল এর ১২.০৭ থেকে ১২.০৭৫ অনুচ্ছেদ

১০) বিভাগীয় ছুটি= জরিপ বিভাগের কর্মচারীগণ সাধারন ক্ষেত্রে ৬ মাস ও বিশেষ ক্ষেত্রে ১ বছর পযর্ন্ত বিভাগীয় ছুটি মঞ্জুর করা যায় ।

১১) প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি=স্থায়ী কর্মচারী সমগ্র চাকরিকালে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট এর ভিত্তিতে সর্বাধিক ১২ মাস পযর্ন্ত ও মেডিক্যাল সার্টিফিকেট ব্যতিত সর্বোচ্চ ৩ মাস পযর্ন্ত অর্ধ গড় বেতনে প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি মঞ্জুর করা যায় ।

১২) অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটি= স্থায়ী সরকারি কর্মচারী ছুটি পাওনা থাকা সাপেক্ষে ১২ মাস পূর্ণ গড় বেতনে ছুটি ভোগ করতে পারেন ।

১৩) বাধ্যতামূলক ছুটি = (ক) প্রকৃত পক্ষে বাধ্যতামূলক ছুটি বলতে কিছু নাই ।

(খ) সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধি ২০১৮ এর বিধি ৫(১)(এ) এবং ১১(১) অধীন যথাযথ কর্তৃপক্ষ কোন কর্মচারীকে ছুটিতে যাওয়ার লিখিত নির্দেশ দিতে পারেন ।

১৪) বিনা বেতনে ছুটি = নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা ১৯৫৯ এর বিধি ৯(৩) ও বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস পার্ট-১ এর ১৯৫(২), ৩০৩ বিধি মতে, বিনা বেতনে ছুটি বলতে প্রকৃত পক্ষে অসাধারণ ছুটিকে বুঝানো হয় ।

১৫) নৈমিত্তিক ছুটি= (ক) এক পঞ্জিকা বছরে একজন সরকারি কর্মচারী সর্বমোট ২০ দিন নৈমিত্তিক ছুটি ভোগ করতে পারেন ।

(খ) তবে এক নাগাড়ে সর্বোচ্চ ১০ দিনের বেশী নৈমিত্তিক ছুটি প্রদান করা যাবে না ।

(গ) তবে পার্বত্য এলাকায় (রাংগামাটি , বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলা) একই সংগে ২০ দিনের নৈমিত্তিক ছুটি ভোগ করতে দেয়া যাবে ।

১৬) সাধারণ ও সরকারি ছুটি (এ) সাধারণ ছুটি; (বি) নির্বাহী আদেশের ছুটি;

(সি) ঐচ্ছিক ছুটি =

(ক) সাধারণ ছুটি বলতে সাপ্তাহিক ছুটি ও সরকারি গেজেটের মাধ্যমে যে সমস্ত দিনকে সাধারণ ছুটি ঘোষনা করা হয় ও সরকারি বর্ষ পঞ্জিতে সাধারণ ছুটি লাল কালিতে চিহ্নিত থাকে ।

(খ) পৃথক ভাবে সরকারি গেজেটের মাধ্যমে নির্বাহী আদেশের ছুটি দেয়া হয় ।

(গ) একজন কর্মচারী তার নিজ ধর্ম অনুযায়ী, বছরে সর্বমোট ৩ দিন ঐচ্ছিক ছুটি ভোগ করার অনুমতি ইংরেজী বছরের প্রথম মাসে যথাযথ কর্তৃপক্ষ হতে অনুমোদন করে নিতে হয় ।

১৭) শ্রান্তি বিনোদন ছুটি = প্রতি ৩ বছরে একবার ১৫ দিনের ছুটি ও ১ মাসের সম-পরিমান মূল বেতন বিনোদনভাতা হিসাবে প্রাপ্য হবেন ।

সংক্ষিপ্ত ছক আকারে বিভিন্ন প্রকার ছুটির বিবরণ

➢ নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা ১৯৫৯ অনুসারে, বিভিন্ন প্রকারের ছুটির মেয়াদের পরিমাণ ও বিশেষ তারতম্যসমূহ উল্লেখ করুন।

নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা ১৯৫৯ অনুসারে, বিভিন্ন প্রকারের ছুটির মেয়াদের পরিমাণ ও বিশেষ তারতম্যসমূহ উল্লেখ করা হল ঃ-

১) অর্জিত ছুটি= (ক) ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কারণে এককালীন ৪ মাস গড় বেতনে ছুটি ভোগ করতে পারেন।

(খ) ছুটির মেয়াদ ৪ মাসের অধিক হলে, ৪ মাসের অতিরিক্ত সময় অর্ধগড় বেতনে ছুটি ভোগ করতে পারেন।

(গ) একই বিধির আওতায় স্বাস্থ্যগত কারণে/তীর্থ যাত্রার কারণে/ শিক্ষার কারণে/শ্রান্তি বিনোদনের উদ্দেশ্য গড় বেতনে ৬ মাস পর্যন্ত ছুটি বর্ধিত/মঞ্জুর করা যায়।

ঘ) ৬ মাসের অধিক ছুটি প্রয়োজন হলে, তা অর্ধ গড় বেতনে ছুটি মঞ্জুর করা যায়।

২) অসাধারণ ছুটি= (ক) স্থায়ী কর্মচারী ব্যতিত আন্যান্য কর্মচারীদের ক্ষেত্রে অসাধারণ ছুটির মেয়াদ এককালীন ৩ মাসের অধিক হবে না।

(খ) তবে দীর্ঘকালীন অসুস্থতার জন্য মেডিক্যাল সার্টিফিকেট এর ভিত্তিতে অস্থায়ী সরকারি কর্মচারীকে ৬ মাস পর্যন্ত অসাধারণ ছুটির মঞ্জুর করা যায় ।

(গ) যক্ষা রোগে আক্রান্ত একজন অস্থায়ী সরকারি কর্মচারীকে এককালীন সর্বোচ্চ ১২ মাস পর্যন্ত অসাধারণ ছুটির মঞ্জুর করা যায়। তবে বিধান থাকে যে, দাখিলকৃত সার্টিফিকেটে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের যক্ষা বিশেষজ্ঞ বা সিভিল সার্জনের ছুটির মেয়াদ উল্লেখ পূর্বক সুপারিশ থাকলে অসাধারণ ছুটির মঞ্জুর করা যায়।

(ঘ) স্থায়ী কর্মচারী নিয়োজিত কর্মচারীদের ক্ষেত্রে অসাধারণ ছুটির মেয়াদ সর্বোচ্চ ১ বছর ও মেডিক্যাল সার্টিফিকেট এর ভিত্তিতে স্থায়ী সরকারি কর্মচারীকে ২ বছর পর্যন্ত অসাধারণ ছুটির মঞ্জুর করা যায়।

৩) অক্ষমতাজনিত ছুটি = (ক) মেডিক্যাল বোর্ডের সার্টিফিকেট এর ভিত্তিতে স্থায়ী সরকারি কর্মচারীকে ২৪ মাস/২ বছর পর্যন্ত অক্ষমতা জনিত ছুটির মঞ্জুর করা যায়।

(খ) মেডিক্যাল বোর্ডের সার্টিফিকেট ব্যতিত এ প্রকারের ছুটির মেয়াদ বাড়ানো যাবে না ।

৪) অধ্যয়ন ছুটি= (ক) সাধারনভাবে এ ছুটির মেয়াদ ১২ মাস , তবে বিশেষ কারণে সর্বোচ্চ ২৪ মাস পযর্ন্ত ছুটি দেয়া যাবে ।

(খ) কোর্সের কারণে অতিরিক্ত সময় প্রয়োজন হলে আরও ৪ মাস অর্জিত ছুটি ও ৩২ মাসের অসাধারণ ছুটি অর্থাৎ (২৪+৪+৩২)=৬০ মাসের অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করা যায়।

৫) সংগনিরোধ ছুটি= (ক) মেডিক্যাল সার্টিফিকেট এর ভিত্তিতে অফিস প্রধান সরকারি কর্মচারীকে সর্বাধিক ২১ দিন পযর্ন্ত ও বিশেষ অবস্থায় ৩০ দিন পর্যন্ত সংগনিরোধ ছুটি মঞ্জুর করা যায়।

বিশ্লেষণ ১ : গুটি বসন্ত (Small Pox), কলেরা (Cholera), প্লেগ (Plague), টাইফাস জ্বর (Typhus Fever), সেরিব্রোস্পাইনাল মেনিনজাইটিস (Cerebrospinal meningitis) রোগের ক্ষেত্রে এই প্রকার ছুটি মঞ্জুর করা যায়। { সূত্র : স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং জনস্বাস্থ্য/১ কিউ-৪/৩৪২ তারিখ ২৩/০৪/১৯৭৫খ্রিঃ }

বিশ্লেষণ ২ ঃ গত ১৯/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এর আইন অনুবিভাগ প্রজ্ঞাপন স্মারক নং ৪৫.০০.০০০০.১৮৫.৪২.০২৫.২০২০-১২০ মূলে সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮ এর ধারা ৪(ভ) তে বর্ণিত ক্ষমতাবলে সরকার নভেল করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) {Novel Coronavirus (COVID-19)} কে সংক্রামক ব্যাধির তালিকাভুক্ত করিল। এই প্রজ্ঞাপন বাংলাদেশ সংক্রামক ব্যাধিটি প্রার্দুভাবের তারিখ অর্থাৎ ০৮/০৩/২০২০ খ্রিঃ হইতে কার্যকর হইবে।

বিশ্লেষণ ৩ : এই প্রকার ছুটি " ছুটির হিসাব " হইতে বিয়োগ হয় না এবং নৈমিত্তিক ছুটির অনুরুপভাবে ছুটির হিসাবের জন্য এই প্রকার ছুটিকালকে কর্মকালকে হিসাবে গণ্য করা হয়।

৬) প্রসূতি ছুটি= (ক) ছুটি আরম্ভের তারিখ অথবা সন্তান প্রসবের উদ্দেশ্যে আতুর ঘরে আবদ্ধ হওয়ার তারিখ, ইহার মধ্যে যাহা আগে ঘটবে, ঐ তারিখ হতে ৬ মাসের প্রসূতি ছুটি মঞ্জুর করা যায়।

(খ) একজন মহিলা সমগ্র চাকরিকালীন সময়ে প্রসূতি ছুটি ২ বারের অধিক প্রাপ্য হবে না।

(গ) মঞ্জুরীকৃত মাতৃত্ব ছুটি সরকারি মহিলা কর্মচারীর ছুটির হিসাব হতে বাদ দেয়া যাবে না। এ সময়ে পূর্ণ হারে ছুটিকালীন বেতন পাওয়ার যোগ্য।

৭) চিকিৎসালয় ছুটি= (ক) অন্য কোন ছুটির সাথে সংযুক্ত ভাবে সর্বমোট ছুটির মেয়াদ ২৮ মাসের অধিক হবে না।

(খ) কর্তৃপক্ষ মনে করলে গড় বেতনে/অর্ধ গড় বেতনে এই প্রকার ছুটি মঞ্জুর করা যায়।

৮) বিশেষ অসুস্থতাজনিত ছুটি= (ক) নৌযানে কর্মরত অফিসার, পেটি অফিসার আঘাত প্রাপ্তিতে/অসুস্থতার জন্য হাসপাতালে/নৌযানে অভ্যন্তরে নৌ-কমান্ডার ৬ সপ্তাহ পূর্ণ বেতনে বিশেষ অসুস্থতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করা যায়।

(খ) মেডিক্যাল অফিসার প্রত্যয়ন করলে পূর্ণ গড় বেতনে ৩ মাস এ প্রকার ছুটি মঞ্জুর করা যায়।

৯) অবকাশ বিভাগের ছুটি= অবকাশ বিভাগের সরকারি কর্মচারি ৩০ দিন গড় বেতনে অবকাশ বিভাগের ছুটি প্রাপ্য হবেন।